R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই পৌষ, ১৪১৯
২রা জানুয়ারী ২০১৩
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

## ২০১২-র ফেলে আসা কিছু ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা জঙ্গিপুর : এল. আই. সির বেশ কয়েকটি পলিসি মানুষকে পথে বসালো। ব্যাঙ্কের স্থান নির্বাচনে দুর্নীতি – প্রণববাবুর মদতেই কি এরা লুটেপুটে খাচ্ছে ? গ্রামবাসীদের একাট্টা প্রতিরোধে পুলিশ নিয়েও ঠিকাদার আলিগড় ইউনিভারসিটির কাজ করতে ব্যর্থ হলেন। সিপিএমের প্রধান এখন কংগ্রেস টপকে তৃণমূলে। ধুলিয়ানে আবগারী ওসির মদতে অবৈধ মদের রমরমা কারবার। ডাক্তারের কারসাজিতে হাসপাতালের ওষুধ নার্সিংহোমে। হায়ার পারচেজের নামে ধুলিয়ানে চলছে টাকার লুটমারী। জঙ্গিপুরে নতুন ট্রেন এলাকার মানুষের সঙ্গে রসিকতা ছাড়া কিছু না। সর্বশিক্ষার বই অনুদানের বদলে বিলি করে বর্তমান সরকার প্রচুর টাকা ফায়দা লুটলেন। আলিগড়ের কাজ শুরু নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। ফারাক্কার ভেঙে যাওয়া দুটো লক গেটের একটা মেরামত হলো। বর্তমানে কতগুলো পানা পুকুরের নাম খড়খড়ি। নৃশংস হত্যায়-বাবা-দাদু-ঠাকুমা ও পিসি আটক। তৃণমূল নেতার যোগসাজসে থানার এক এস. আই. ক্ষমতা দেখিয়ে গেলেন - মিডিয়া চুপ। গণ টোকাটুকির দাবিতে শিক্ষকদের ওপর চড়াও। হেরোইন পাচারকারিরা এখন সমাজের মাথায়। জঙ্গিপুর শহর এলাকায় ভাগীরথীতে বিশাল ফাটল। ডন বসকো স্কুলের ছাত্রীর প্রতি যৌন নির্যাতনের খবর প্রকাশে সাংবাদিককে অধ্যক্ষের হুমকী। গ্রন্থাগারদের প্রতি রাজ্য সরকারের নয়া ফতোয়া গণতন্ত্রের প্রতি সরাসরি আঘাত। নিগৃহীত সাংবাদিকদের ওপর শ্লীলতাহানির পাল্টা অভিযোগ আনলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ছাত্রীর পা ধরে শিক্ষিকাকে ক্ষমা চাইতে হলো। রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে সমাজবিরোধিদের দাপটে পর পর গুলি। প্রশাসনিক শক্তিহীনতায় কি রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের এই দশা ? পুলিশের অসহযোগিতাকে চাপা দিয়ে কৃতিত্বের সংবাদ বার হচ্ছে দৈনিকে। শহর থেকে পরপর মেয়ে উধাও হলেও পুলিশ গা করছে না – এস.পি. কি বলছেন ? জোর করে চাঁদা আদায়ের জন্যেই কি গৌতমের পদ বাতিল করলো তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। গভঃ বডির গুটি সাজিয়ে আবার কি ছড়ি ঘোরাবেন প্রিন্সিপ্যাল শুকরানা ? জঙ্গিপুরে নিধিরাম সর্দাররাই এখন সংগঠনহীন তৃণমূল কংগ্রেসের হর্তাকর্তা। ইমামদের মাসিক ভাতার আদেশনামা প্রদান। চোরাই লোহা আটক-সভাপতির ভাইপো আটক। দুই মোটর সাইকেল আরোহী এবার নিলো ২ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। আমাদের পারিবারিক অসন্তোষে পুলিশ কেন এলো, কেন আমার ছেলেকে নির্মমভাবে মারধোর করলো ? মা ফুলা ঘোষ। গোপালনগর এলাকায় ৪২০দের প্রবঞ্চনায় প্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত – প্রশাসন জগন্নাথ। জঙ্গিপুর হাসপাতালে মহিলা সার্জিক্যাল পেয়িং বেড উঠে গেল। ওসির ছেলেমেয়ের নামে থানা বিল্ডিং। শহরে ইলিশ এখন ১০০০ টাকা কেজি। টিচার-ইন-চার্জের যাবজ্জীবন কারাদন্ড – সেক্রেটারী ও সর্বশিক্ষার এস.এ.ই.র দুর্নীতি গলা পর্যন্ত। ৪ কোটি টাকার ওপর জালিয়াতি জঙ্গিপুরে প্রথম। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরুর প্রস্তুতি। প্রণব সচিব প্রদ্যোৎ ও জঙ্গিপুরের সাব রেজিষ্টার সিদ্দিকীর যুগলবন্দি। গরু পাচারের সঙ্গে মদ-জুয়া-জাল নোটের

(শেষ পাতায়)

## সুভাষ দ্বীপে নিরাপত্তা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন ভাগীরথীর চরে সুভাষ দ্বীপে শীতের মরশুমে বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলা পুরুষ আসেন আনন্দ উপভোগের তাগিদে। কিন্তু বর্তমানে ওখানে কোন নিরাপত্তা নেই। ফিস্টের নামে প্রায় পার্টি সেখানে প্রকাশ্যে মদের আসর জমাচ্ছে। মদ্যপদের উল্লাসে সেখানকার শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে পারিবারিক বনভোজনে সেখানে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন অনেক পরিবার। পুরসভার নিযুক্ত লোকেরা গেটে পয়সা আদায় করে তাদের কর্তব্য শেষ করছে। ভেতরে কি চলছে কেউ খবর রাখে না। পুরসভা থেকে কোন সিকিউরিটি গার্ডেরও সেখানে ব্যবস্থা নেই। বাইরের বহু ভদ্র পরিবার এসে যে কোন সময় একটা বড় ধরনের বিপদের মুখে পড়তে পারেন বলে ভুক্তভোগীরা আশঙ্কা করছেন। গত সপ্তাহে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনাকে নিরাপত্তাহীনতার নগ্ন দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটার বাসিন্দা মহঃ আলি সেখ তাঁর পরিবারের লোকজন নিয়ে ২৩ ডিসেম্বর সুভাষ দ্বীপে ফিষ্ট করতে যান। সেখানে আরো কয়েকটি দল ফিষ্ট করছিলেন। প্রায় দলের লোকজনই ওখানে মদের আসর বসিয়ে নেশা করছিলেন। গান

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, আসামী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ডগ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই পৌষ বুধবার, ১৪১৯

## ।। স্বাগত নববর্ষ ।।

একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্য রাত্রির শেষ ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গির্জায় গির্জায় ঘন্টাবাদ্য নিনাদিত হইয়া নববর্ষের আগমনকে স্বাগত জানান হইল। ইংরাজী নববর্ষ যদিও এই দেশে বিদেশী, তথাপি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের দীর্ঘদিনের। দেশীয় নূতন বর্ষের তুলনায় বরং ইংরাজী নববর্ষের সহিত আমাদের জীবনযাত্রা অধিকতর জড়িত। শিক্ষা, আর্থিক, বাণিজ্যিক, এমন কি সমাজের অভিজাত স্তরের সাংস্কৃতিক সংযোগও দেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় নববর্ষের সহিত আমাদের বেশী। সেই কারণেই ইংরাজী নববর্ষকে স্বাগত জানাইতে ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ষাগমনকে আহ্বান করিতে যাইয়া আমরা বিগত বর্ষ আমাদিগকে যেমন দিয়াছে ভাল অনেক কিছুই, তেমনই দুঃখ দুর্দশার আঘাতও হানিয়াছে। বিগত বৎসরের এই সব কথা স্মরণ করিয়া আমরা নূতন বৎসরকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করি – আমাদের ভাগ্য তোমার শুভ করস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। দূর হউক দুর্ভাগ্যের অন্ধকার। আসুক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। দূর হউক এই দেশ হইতে ধর্মান্ধতার কালিমা। জাতপাত বর্ণ সম্বন্ধীয় ছুৎমার্গ। মানুষের মনে জাগ্রত হউক শুভবোধ। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা। আমরা যেন উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারি সেই পরম পবিত্র চিন্তাধারায় –

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।'

## ।। ফিরে দেখা ।।

ফিরে দেখা বছরের সালতামামি আমরা পুরনো বছরের শেষ দিনটিতে জেনে ফেলেছি। তাই আমার সালতামামিতে থাকছে না আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা। থাকছে না শেয়ার বাজারের ধ্বসের কথা। থাকছে না জঙ্গলমহলের কথা। অথবা রক্তাক্ত শবদেহের ইতিবৃত্ত। এসব তো আমরা প্রতিদিনই দেখছি।

ইংরাজী নববর্ষের সূচনায় হাড় হিমকরা শীত। ভোরের কুয়াশার চাদর সরিয়ে বিলম্বিত সূর্য। এখানের সবুজ দ্বীপের গাছগাছালিতে শীতের হাওয়ার নাচন। উত্তুরে হাওয়ার শাসন। তালে তালে খসে পড়ছে পাতা। প্রকৃতির বুকে সাজ খসাবার লীলা। বনের কোলে শিউলিফুল ভয়ে মলিন। কারণ 'এল যে শীতের বেলা বরষ পরে।' মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল।

কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যায় ঃ

'পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈলতূলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপনে।।
কর যে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন।।'

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথকে

'হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য।
কুন্দমালতী করিছে মিনতি, হও প্রসন্ন।।
যাহা কিছু ম্লান বিরসজীর্ণ দিকে দিকে দিলে করি
বিকীর্ণ বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে করে বিষন্ন -
হও প্রসন্ন।' এই সন্ন্যাসীর ভয়ানক দাপট। জরায়ু বিদীর্ণ করে শোণিত রেখার মত শীতের তীব্র হিমেল বাতাস। এক টুকরো রোদের আশায় শীতবস্ত্রহীন মানুষেরা রাস্তায়। সূর্যের উত্তাপে নিজেকে তাতানো। তাই ভালো লাগে যখন মাটির আঁচলে 'রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে'। বন্ধ্যা নারীর মত শীতের ধান কেটে নেওয়া মাঠ। এই মাঠে নেমে আসে ঝুপ ঝুপ শব্দ করে কত নাম না জানা শীতের পাখি। খেজুর গাছে ঝোলানো মাটির হাঁড়ি। সেখানে নিঃশব্দে জমা হয় গাছের যন্ত্রণায় মধুর রস। স্তন্যদাত্রী মা যেমন শিশু তার স্তনে দংশন করলেও স্তন্য দান থেকে বিরত হননা ঠিক তেমনি। এভাবেই শুরু হল নতুন বছর। জন্ম নেবে নতুন নতুন প্রাণ। নতুন নতুন সৃষ্টি। নতুন নতুন কর্মযজ্ঞ। সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পথ চলা হোক্ শুরু। অশুভ - অন্যায় এগুলিকে পদদলিত করে নতুন বছরের রথের রশিতে পড়ুক টান। মানুষ যেন মানুষের জন্যই হয়।

– মণি সেন

# সরকারী ফচ্‌কেমী

### চিত্ত মুখোপাধ্যায়

ফচ্‌কেমী - ফাজলামী - ইয়ার্কি – একই রঙ্গরসের এদিক ওদিক। মানুষ তো হাসতেই ভুলে যাচ্ছে। তার মধ্যে কিছু মানুষ আজো মেলে যারা শত কষ্টেও হাসে এবং হাসায়। জীবন যন্ত্রণা তাদের কাছে হার মানে। বিশেষ করে বাঙালী মাত্রই ফচ্‌কেমী, আড্ডা, চা, গ্যাস-অম্বল থাকবেই। আজকাল বড় বড় চিকিৎসকরাও বলছেন – সুগার, হাইপ্রেসার, অ্যালঝাইমা, গ্যাস থেকে বাঁচতে ওষুধ ছাড়াও হাল্কা মেজাজে থাকুন, লাফিং ক্লাবে যান। এই ব্যাপারটা বাঙালী কবে থেকেই জানতো। ম্যান টু ম্যান এসব ভালোও লাগে। ডায়ালিসিসের চরম যন্ত্রণায় বেডে শুয়ে ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে বাঙালীই বলতে পারে ফার্স্টক্লাস আছি। নাবালক ছেলে মরলে বাবা বলে প্যানেল্টি কিকে হারালো। কিন্তু ফচ্‌কেমীটা যদি সরকার করে ? ভালো লাগবে না। এপ্রিলের ১লা- রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার বলে দিল আজ থেকে থানায় ঘুষ দিতে হবেনা, কুপন দেবেন। ওটা রেশনের দোকান থেকে আমরা দিয়ে দেব। পুলিশ নির্দিষ্ট কাউন্টারে ভাঙ্গিয়ে নেবে। বলুন, ভাল্লাগবে? বলে দিল সমস্ত বেকারদেরকে চাকরী দিতে পারছিনা বলে এক লপ্তে দশ লক্ষ টাকা অনুদান দেব আর রাজারহাটে একটা করে ফ্ল্যাট দেব। বলে দিয়েও দিলনা। কেমন লাগবে ?

সরকার তাই করছে কিন্তু। ভোর ৪ টায় ৪ টা মুনিশ করে গ্রাম থেকে ৭ কি.মি. দূরে বালিয়া গেলাম ন্যায্য মূল্যে ধান কটা বেচবো বলে। ১৯ জনের পর বাবুরা ডাকলো দুপুর ২-৩০ টায়। ধান নিয়ে নেবার পর চেক ধরিয়ে দিয়ে বললো আজ শুক্রবার, পরের মঙ্গলবার মনিগ্রাম গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যাবেন, টাকা দিয়ে দেবে। এদিকে কুইন্ট্যালে ১০ কেজি ধানও বেশি দিতে হলো, সেটা বি.ডি.ও না মমতা কার পাওনা জানিনা। বি.ডি.ও-কে ফোন করলে বলেন এরকম তো হবার কথা নয়। দেখছি। তিনি কোন যন্ত্রে কোন্ দিকে তাকিয়ে কি দেখবেন দেবা ন জানন্তি। কিন্তু একই ব্যাপার চলছে ফি বছর। ওদিকে ব্যাঙ্কে গোটা ১৪ মঙ্গলবার পার করে সাড়ে তিন মাস পর টাকা পাওয়া গেল। সত্যি ধন্যি সরকার। বার্দ্ধক্য ভাতাও তাই। হতদরিদ্র বি.পি.এল-দের মধ্যে যারা পরিবারে সংখ্যায় বেশ কয়েকজন তারা প্রয়োজনে টাকা বা চাল-গম ১০ টি পরিবার মিলে ১০০ কুইন্ট্যাল ধার দিতে পারে পঞ্চায়েতকে। মাটি চুল্‌কানোর টাকা (কাটা নয়) ৫ টা মজুরীর দৈনিক ২০০ টাকা, বেশ রসে বশে আছে অনেকেই। কিন্তু যে দেহের অক্ষমতায় কাজ করতে পারেনা, গরীব অথচ বৃদ্ধ। তাকে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতি মাসে ৪০০.০০টাকা করে হাতখরচ দেবে। সাগরদীঘি বা অন্য ব্লকে গত ৮ মাস ধরে একটি পয়সাও দেয়নি এই সরকার। অথচ প্রতি মাসে লক্ষ্য রাখলে দেখবেন, মিটিং হলে মাইক আর মিষ্টির প্যাকেটের বহর। বেতন পেতে শনিবারের জন্যেও দেরী নয়, শুক্রবারেই তা পকেটে ঢুকে যায়। জেলা শাসক পান থেকে চুন খসলে অধ:স্তনদেরকে ধমকে দেন, উন্নয়নের সভায় মমতাকে বাং বুঝিয়ে দেন। এটা খবর রাখেন না, ঐ কটা টাকা এক এক

(শেষ পাতায়)

# পাশ - ফেল

### শীলভদ্র সান্যাল

হায় ! হায় ! এ কী দেখি, মনে লাগে ধন্দ
ইস্কুলে হৈ চৈ, নাহি তায় সন্দ
ছোটাছুটি, হাতাহাতি, রৈ রৈ চীৎকার
গলা উঁচু ক'রে কারা কাকে দেয় ধিক্‌কার
খোঁজ নিতে ঘটনাটা বোঝা গেল পষ্ট
পাশের তালিকা হ'তে যারা হল ভ্রষ্ট
অর্থাৎ যারা কি না ফেল - করা ছাত্র
তারা কেন হবে অনুকম্পার পাত্র ?
তাই তারা এল সব দল-বল জুটিয়ে
দিনভর ঝগড়াটা করল যে চুটিয়ে
ক্রমে ক্রমে দাপটের মাত্রাটা চড়লো
ইস্কুলপ্রধানকে সব চেপে ধরলো
ছাড়লেনা কেউ পাশ করানোর পণটা
রাখলে ঘেরাও ক'রে পাকা ষোল ঘন্টা
অন্য টীচারদের ক'রে তালাবন্ধ
বজায় রাখলে মান, নাই তায় দ্বন্দ্ব !
তলিয়ে দেখলে পরে, এ-কথাতো সত্যি
দলে - দলে যারা হ'ল ইস্কুলে ভর্তি
একদল হবে পাশ, একদল ফেল কি ?
পরীক্ষকের কিছু আছে আক্কেল কি ?
এ-কথাটা মনে মনে করেছ কি গণ্য ?
পরীক্ষা – সে কি ফেল করানোর জন্য ?
অতএব ঝুঁকি নেবে, এমন কে ধৃষ্ট ?
বেয়াদপি করেছ কি বাঁচবেনা পৃষ্ঠ !
তাই যদি ভাল চাও, বলে রাখি পষ্ট
কখনও নামের পাশে দিয়োনাকো ক্রশ তো !
উল্টো-পাল্টা হ'লে, দেব এক রদ্দা
খড়গপুর হ'তে সোজা চলে যাবে খড়দা।।

# স্মরণে

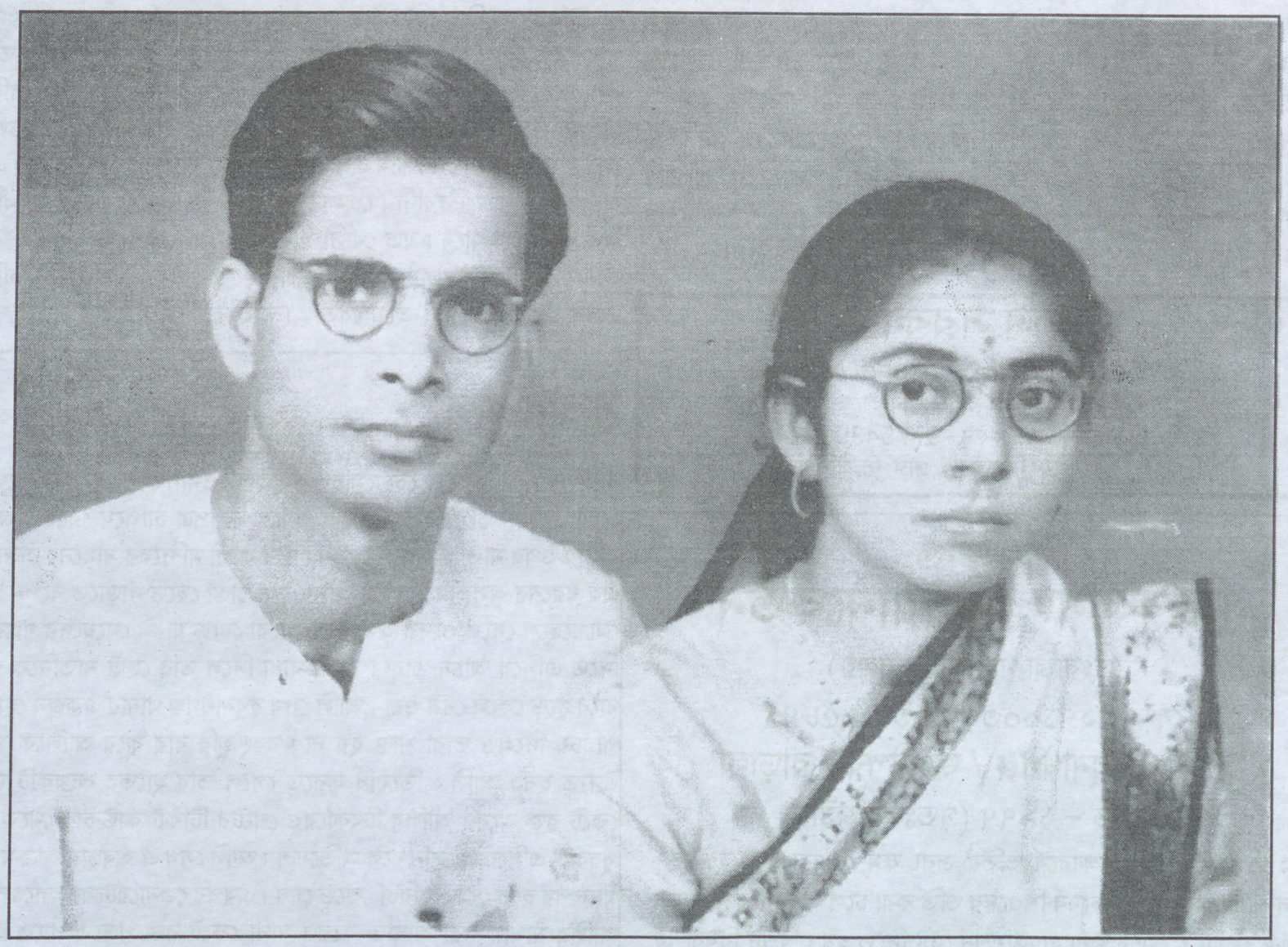

## দেবীরতন নাথ

জন্ম ২৭/৬/১৯২৮
মৃত্যু ৭/১/২০০৯

## সবিতা নাথ (গীতা)

জন্ম ২৯/৪/১৯৩৫
মৃত্যু ৩০/৯/১৯৯৭

**তোমাদের চরণ-পানে**
**নয়ন করি নত**

**স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার-র**
**পরিবার ও কর্মীবৃন্দ**

হরিদাসনগর * কোর্ট মোড় * রঘুনাথগঞ্জ * মুর্শিদাবাদ
মো - ৯৪৭৫১৯৫৯৬০ / ৯৪৭৫৯৪৮৬৮৬

## ২০১২-র.....(১ম পাতার পর)

কারবার বন্ধ হোক । উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জঙ্গিপুরে অভিজিৎ। মুখ্যমন্ত্রি মমতার জনসভায় মাঠ ভরাতে সরকারী স্তরে নয়া নজির। সুব্রতর তৎপরতায় সারা রাত ভাঙন প্রতিরোধের কাজ চলায় এলাকা স্বস্তিতে। ব্লক অফিসে ভাঙচুর – বিক্ষোভকারীদের সন্ধানে ব্যাপক পুলিশী তৎপরতা, মুক্তি ধরের মতো মহকুমার অনেক নেতা এখন তৃণমূলে। আই সির ইফতার অনুষ্ঠানে মোটা টাকা চাঁদা – তাই মাথা ফাটিয়ে, গুলি চালিয়েও কোন কেস হলো না থানায়। ডেঙ্গি নিয়ে উদাসীন স্বাস্থ্য দপ্তর। আই.সি-র বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ টাকার মানহানি মামলা। শ্রদ্ধার্ঘ্য ঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। পুর এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়লেও পুরপতির কাছে কোন খবর নেই। ক্ষুদে ফুটবলারদের আকস্মিক মৃত্যু। উমা ভারতীর গঙ্গাযাত্রা অভিযানে প্রশাসনের মুখভোর। তিন বিডিও-কে মাওবাদীদের হুমকি। মদ্যপ পুত্রকে পুড়িয়ে মারলো বাবা-মা-দাদা। রেল স্বাচ্ছন্দ্যে অধীরবাবু কি করছেন এটাই এখন দেখার। তৃণমূলের দুর্বল সংগঠনকে পুলিশও পাত্তা দিচ্ছে না। ফাঁড়িতে হামলা কেন ? শহরে এত সব ঘটলেও আই.সি.কিছুই জানেন না। জঙ্গিপুর কোর্টে কর্মবিরতি উঠে গেল।

আমিন
**তরুন সরকার**
Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159
সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।
ফোনে যোগাযোগ করুন - 9775439922
গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

**বিজ্ঞপ্তি**
**বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন**
(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)
ফোন : ২৭১০০৩ / ৯৪৩৪১১৫৮৪১
**শাখা ঃ রঘুনাথগঞ্জ / জংগীপুর / বাড়ালা**
স্থাপিত – ১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড).
২০১৩ - ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ক্লাসে তিন বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। প্রিপারেটরী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ–
১) রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাইস্কুল (পুরাতন ভবন) পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(সময় সকাল ৭ টা হ'তে ১০.৩০ টা পর্যন্ত।)
২) জংগীপুর গার্লস হাইস্কুল, পোঃ জংগীপুর।
(সময় সকাল ৭ টা হ'তে ১০ টা পর্যন্ত।)
৩) বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ বাড়ালা।
(সময় সকাল ৭ টা হ'তে ১০ টা পর্যন্ত।)
বিঃ দ্রঃ – রঘুনাথগঞ্জ পারে জুনিয়ার হাই - ২০০৭ - ২০০৮ থেকে চালু হয়েছে।
এস. এন. চ্যাটার্জী, প্রিন্সিপ্যাল, রঘুনাথগঞ্জ

## সরকারী ফচ্‌কেমী.....(২ পাতার পর)

পরিবারে ঈশ্বরের আশির্বাদ। অনেক ব্যাটাই নতুন করে বাপ মাকে দুটো ভাত দিচ্ছিল ওই ভাতার লোভে। সরকারী হাসপাতালে আপনার পুত্র সন্তান হলে 'মিষ্টি খেতে' ২০০.০০ টাকা, কন্যা হলে ১০০.০০ টাকা। ঈশ্বর করুন আপনার প্রাণের ধন আজকালের "হিট বক্স" আত্মহত্যা করেছে। লাশ কাটার ওখানে ৩০০.০০ টাকা দুর্ঘটনা হলে ৪০০.০০ টাকা মাগ্গি "মিষ্টি খেতে" দিতেই হবে। জন্মেও ঘুষ মরলেও ঘুষ। থানায় তো কথাই নেই। ন্যায্য কাজে হাজারে, কুকাজে লাখে হিসেব। রোজ এত মিষ্টি খায় যারা দেখবেন তাদের একটারও সুগার নেই। শকুনদের বোধ হয় অসুখ হয় না। টাওয়ারের বিচ্ছুরণে মরছে সে কথা আলাদা। জঙ্গিপুর আর সাগরদীঘির সাব রেজিষ্ট্রার তো জেলা চ্যাম্পিয়ান। জমি জমা কেনা বেচায় কতরকম কায়দায় কি ভাবে ক্যুইজ করতে হয় এ নিয়ে মমতা বা জেলা রেজিষ্ট্রার জেলায় জেলায় কর্মশালা কতে পারেন। শর্ত একটাই রাজ্যের ভাঁড়েও তো সেই অবস্থা, বিকেলের খাম একটা নয় - দুটো হবে। একটা তোমার একটা রাজ্যের। এরা ফন্দিবাদী। জেলায় মাওবাদী না থাকায় এরা করে খাচ্ছে। কত আর বলা যাবে। যত খোসা ছাড়াবেন তত রস। বেশি বললে 'মোর' হয়ে যাবে। ছোটবেলায় অন্যে যতবার গুণেছে উবু – দশ-কুড়ি-তিরিশ – ততবারই আমি 'মোর' হয়ে যেতাম। তাই তার আগে কেটে পড়াই ভাল।

## সুভাষ দ্বীপ.....(১ম পাতার পর)

বাজনার সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচিও চলছিল। ওখান থেকে ফেরার পথে প্রায় চারটা নাগাদ ১০/১২ জন যুবক ভ্যানে মালপত্র চাপিয়ে বেহেড অবস্থায় রাস্তার ওপর মাতলামি শুরু করে। চরের কালী মন্দিরের সামনের রাস্তা ঘিরে এই ধরনের অসভ্যতা চললে আলি সেখ রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াতে বলেন। সঙ্গে মেয়েছেলে দেখে ওদের অসভ্যতা আরো বেড়ে যায়। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে এগিয়ে আসে তারা। আলি বাধা দিলে তার ছোট্ট নাতনিকে রাস্তার ধারে ছুড়ে ফেলে দেয় ওরা। আলি সেখ রঘুনাথগঞ্জ থানার একজন হোমগার্ড পরিচয় দিলেও তারা শান্ত হয় না। বরং ছুরি বার করে আলিকে মারতে উদ্যত হয়। আলি প্রতিরোধ করতে গেলে তার হাতের কয়েকটি জায়গা কেটে রক্ত ঝরে। আলির চিৎকারেও গেটের টিকিট কাউন্টার থেকে কোন পুরকর্মী এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ। আলি সেখ ঐ অবস্থায় আক্রমণকারী মদ্যপের হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নেন। এরপর জেনারেটরের হ্যাণ্ডেল দিয়ে আলির মাথায় ওরা আঘাত করে। মাথা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। আলি ফোন করতে গেলে মদ্যপরা বাধা দেয়। শেষে তার পুত্রবধূ থানায় ফোন করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌছায় এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। ওরা সোনাটিকুরী ও গোডাউন কলোনীর বলে জানা যায়। আলিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওর মাথায় সেলাই পড়ে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় – দেখভালের অভাবে সুভাষ দ্বীপের মনোরম পরিবেশ ধ্বংস হতে চলেছে। চারিদিকের কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে গেছে। আশপাশ এলাকার মানুষ সেখানে পায়খানা থেকে শুরু করে নানা অসামাজিক কাজ করছে নির্জনতার সুযোগে। এ প্রসঙ্গে পুরপিতা মোজাহারুল ইসলামের বক্তব্য– ২৫ ডিসেম্বর থেকে ওখানে ৪ জন ওয়ার্ডেন নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ টহলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশ্ন ছিল – ২৩ ডিসেম্বরের ঘটনার পর থেকেই কি এই তৎপরতা ? পুরপিতা সেটা স্বীকার করেন। কাঁটা তার দিয়ে এলাকাটা ঘেরার এবং পিকনিক পার্টির সঙ্গে যাতে কোন মাদক দ্রব্য না থাকে সে দিকেও নজর রাখা হবে বলে পুরপিতা জানান।

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না
**জঙ্গীপুর গিনি হাউস**
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।